দৈনিক ইত্তেফাক

২১

তারিখ ...30 NOV 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮....

শিক্ষকদের সরকারী অনুদান বন্ধ ॥ আজ জরুরী বৈঠক

রেজানুর রহমান ॥ ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় খারাপ করার কারণে শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ এক বছর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ (শনিবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক জরুরী সভা আহবান করা হইয়াছে। সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ.এস. এইচ. কে সাদেক বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহিত মত বিনিময় করিবেন। সভায় শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হইবে।

গতকাল (শুক্রবার) ইত্তেফাকের সহিত এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী সাদেক বলিয়াছেন, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রয়োজন। বছরের পর বছর ধরিয়া কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ফল খারাপ হইতেছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কেহই পাস করিতেছে না। ভুয়া কাগজপত্র দেখাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী অনুদান গ্রহণ করা হইতেছে। দেশের স্বার্থে এই ধরনের অনিয়ম রোধ করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খারাপ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের সরকারী অংশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন এই সিদ্ধান্ত নাকি শিক্ষকদের জন্য অপমানজনক। তাহাদের উদ্দেশে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা-পরীক্ষায় পাস-ফেল নিয়া কি কোন চিন্তা-ভাবনা *(১০ম পৃঃ দ্রঃ)*

শিক্ষকদের সরকারী অনুদান

(১ম পৃঃ পর)

করা যাইবে না ? শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থা যেমনভাবে চলিতেছে, তেমনভাবেই কি চলিতে থাকিবে ? তিনি বলেন, শিক্ষকদের অপমান করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ দরকার তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় খারাপ করার কারণে শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ স্থগিত রাখার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা বাতিল করার কোন যুক্তি নাই। তবে প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্তের কিছুটা রদবদল করা যাইতে পারে।

চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে, ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় যে সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর পাসের হার শূন্য অর্থাৎ কেহই পাস করে নাই, সেই সব স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারী অংশ আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত থাকিবে। একই বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় যে সকল কলেজের পাসের হার শতকরা ৫০ ভাগের কম সেই সকল কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। তবে নির্ধারিত কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা সিদ্ধান্তের আওতায় পড়িবেন না। কলেজের যে সকল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার ৫০ ভাগের কম সেই সকল বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশের শত ৪০ ভাগ আগামী এক বৎসর পর্যন্ত কর্তন করা হইবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন আন্দোলনে নামিয়াছে। শিক্ষক সংগঠনগুলির বক্তব্য এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষকদের অপমান করা হইয়াছে। কারণ এইবার পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ মোটেই দায়ী নয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল অবরোধের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। উপরন্তু অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এইবার ৫টি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়াছে। পাশাপাশি বিগত সরকারের ভ্রান্ত পরীক্ষা নীতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা খারাপ হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া ঢালাওভাবে শিক্ষকদের উপর ইহার দায়-দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী সাদেক বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হইয়াছে, সম্মানিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের এই অভিযোগ মানিয়া নেওয়া যায় না। কারণ হরতাল অবরোধ কর্মসূচীর মূল চাপ ছিল শহরে। অথচ শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল হইয়াছে। তিনি বলেন, অভিন্ন প্রশ্ন পত্রের কথা বলা হইতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা প্রশ্ন প্রণয়ন করেন না। এইবার অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পূর্বে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে দিয়া কমিটি করা হইয়াছে। শিক্ষাবিদরাই প্রশ্ন করিয়াছেন। পাঠ্য বই হইতেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। কাজেই পরীক্ষা খারাপ হওয়ার পিছনে অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতিকে দায়ী করা যায় না। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষক সংগঠনগুলি ভুয়া স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন না, ইহা ভাবিতে অবাক লাগে। শিক্ষা নিয়া যাহারা ব্যবসা করিতেছেন, তাহাদের বিরুদ্ধেও তাহারা কিছু বলেন না। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষায় একজন ছাত্র-ছাত্রীও পাস করিবে না অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করিয়া চলিবে, ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। স্কুল, কলেজ থাকিলে সেখানে লেখাপড়ার পরিবেশ থাকিতে হইবে। পাসের হার থাকিতে হইবে আশাব্যঞ্জক। ভবন সর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাম্য হইতে পারে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাহাকেও ছোট করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। অথচ শিক্ষক সংগঠনগুলির বক্তৃতা-বিবৃতিতে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। শুধু বিরোধী দলের শিক্ষক সংগঠন নয়, সরকার সমর্থিত বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতেছে—এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি ? এই [illegible]

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন কিছু বলিব না। তবে এই ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা উচিত নয়। ব্যক্তির স্বার্থ নয় দেশের স্বার্থই সর্বাগ্রে গুরুত্ব পাওয়া দরকার। তিনি বলেন, আমাদের উচিত একটি নিয়ম নীতি মানিয়া চলা। ইহার জন্য দোষী ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিপাইবে। তিনি বলেন, আমি যে এলাকা হইতে এমপি নির্বাচিত হইয়াছি, সেই এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও খারাপ রেজাল্ট সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের আওতায় পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আমাকে এলাকায় ভোট চাহিতে যাইতে হইবে। এই কথা ভাবিয়াও তো আমি সিদ্ধান্তটা স্থগিত রাখিতে পারিতাম। কিন্তু আমি তাহা করি নাই। আমি দেশের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিয়াছি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতি প্রয়োগের কাজ চলিতেছে। কমিটির চেয়ারম্যান এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। যথাশীঘ্রই সম্ভব বিষয়টি চূড়ান্ত করা হইবে। সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা পাইলে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে শিক্ষানীতি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাইতে পারে।

ইহা নিয়া শিক্ষক সংগঠনগুলি আন্দোলন শুরু করায় শিক্ষামন্ত্রী আজ (শনিবার) সকাল ১০টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহিত এক যৌথ বৈঠকে মিলিত হইবেন। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাতিল করার প্রশ্নই উঠে না। তবে এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই শিক্ষক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনিব। জানিতে চাহিব শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তাহারা কি করিতে চান। নির্ধারিত স্কুল বা কলেজের পরীক্ষা কেন খারাপ হইয়াছে এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে। তবে ইহা নির্ভর করিবে আজকের বৈঠকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতার উপর। উল্লেখ্য, সকাল ১০ টায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠক করার পর বেলা ১ টায় শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের সহিত মতবিনিময় করিবেন।

অবৈধ পদোন্নতি ও নিয়োগ বাতিলের দাবী

সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মোঃ নজরুল ইসলাম গতকাল এক বিবৃতিতে অবিলম্বে শিক্ষা অধিদফতরে অবৈধ পদোন্নতি ও নিয়োগ বাতিলের দাবী জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে বলেন, বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখায় সহকারী পরিচালক ও উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সম্প্রতি উপ-পরিচালক পদে আব্দুর রাজ্জাক ও রেজাউল করিমকে জ্যেষ্ঠতা ক্ষুন্ন করিয়া নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের অবিলম্বে প্রধান শিক্ষক পদে রিভার্ট করা না হইলে সমিতি আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।